সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা

Freedom of Association Policy

১. সংজ্ঞা (Definition): শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধান বা সমঝোতার একটি প্রক্রিয়াই হচ্ছে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা ।

১.১ অঙ্গীকার (Commitment): ইউনুসকো টি এন্ড এ (বিডি)লিমিটেড, ইউনিট-২ গ্রুপ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, মোতাবেক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমিতি গঠনের স্বধীনতা ও যৌথ দরকষাকষি নীতির ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক । শ্রমিকেরা ইচ্ছা করলে তাদের পছন্দ মতো ইউনিয়ন বা সমিতি গঠন করতে পারবে এবং এতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি নেই বা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

১.২ আইনের বিধান (Provision of law): বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৭৬,১৭৭,১৭৮,১৭৯,১৮০,১৮১,১৮২,১৮৬,১৮৭,১৮৮,১৮৯,১৯০,১৯১,১৯২,১৯৩,১৯৪,১৯৫,১৯৬,১৯৭,১৯৮,১৯৯,২০০,২০১,২০২,২০২ক, ২০৩ ও ২০৪ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫ এর বিধি ১৭৭,১৭৮,১৭৯,১৮০,১৮১,১৮২ এর নির্দেশনা অনুসরণ ও বিভিন্ন ক্রেতা/বায়ারের আচরণবিধির সাথে একাত্বতা পোষণ করে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় ।

১.৩ উদ্দেশ্য (Purpose): কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী কাঠামো, কর্মঘন্টা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অভিযোগ পদ্ধতি এবং অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যই এই নীতিমালা প্রণীত ।

১.৪ লক্ষ্য (Vision of the policy): কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিক ও মালিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধান করে উভয়ের মধ্যে সু সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যেই এ নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে ।

০২.Organization chart with their defined role & responsibilities:

বাংলাদেশী শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অত্র কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সমর্থন প্রদান করে । কোন প্রকার পূর্ব অনুমতি ছাড়ই সকল শ্রেণির শ্রমিক নিজেদের পছন্দ মত রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে সমিতি গঠন করতে এবং সমিতিতে যোগদান করতে পারবে । কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি গঠন করতে চাইলে তা কি নিয়মে গঠিত হবে বা কিভাবে পরিচালিত হবে সে লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন হলো, যা নিম্নরুপ:-

সভাপতি -পরিচালক

সহ-সভাপতি - সহকারী মহা ব্যবস্থাপক

সাংগঠনিক সম্পাদক - কর্মকর্তা-মানব সম্পদ বিভাগ

সদস্য - বিভাগীয় প্রধান

ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিমিটেড (ইউনিট-২) বাংলাদেশ শ্রম আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত পর্যদ গঠন করেন। পর্ষদের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ নিম্নে দেয়া হল ঃ

সভাপতিঃ পরিচালক – মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস ,সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও সমস্যা সমাধানে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সহ সভাপতিঃ এজিমএম এইচ আর কমপ্লায়েন্স - মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, আভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স): তিনি মালিক ও শ্রমিক এর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি, কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও এর বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ রক্ষা ও উভয়পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, মুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন।

সদস্য সেকশন / শাখা প্রধান: কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার, অভিযোগ, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবগত করে এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন।

০৩. নীতিমালা প্রয়োগ ও মুল্যায়ন পদ্ধতি প্রক্রিয়া (Routines or Procedures)ঃ

ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিমিটেড, ইউনিট-২, কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করে থাকে ঃ

৩.১ বাস্তবায়ন রুটিন (Implementation Routine) ঃ

কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা: কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির উপর ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের বা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ বহাল রাখার অধিকার হরণ করে কোন শর্ত আরোপ করার তৎপরতা চালায় না । SL-F.1.4.2

কোন ব্যক্তি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছেন কিনা তার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিযুক্তি, পদোন্নতি, চাকুরীর শর্ত বা কাজের শর্ত নির্ধারণে বৈষম্য করেনা ।

কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হয়েছেন বা হবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন অথবা সদস্য বা কর্মকর্তা হবার জন্য কোন ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেছেন এরূপ কারনে কোন শ্রমিককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারণ বা বর্জনের জন্য প্রলুব্ধ কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ করার হুমকি প্রদান করে না ।

ভীতি প্রদর্শন, দমন নীতি, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শণ, কোন স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি এবং টেলিফোন সংযোগ সুবিধা বিছিন্ন করে অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে কোন যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি কর্মকর্তাকে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার অথবা নিস্পত্তি নামায় দস্তখত করার জন্য বাধ্য করে না এবং বাধ্য করার চেষ্টা করে না ।

শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১৯৬ (১) মোতাকে মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন শ্রমিক তার কর্মকালীন সময়ে কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এর ট্রেড ইউনিয়নের কাজ কর্মে নিয়োজিত থাকার ব্যাপারে এই উপধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না । যদি উক্তরুপ কর্মকান্ড এই আইনের অধীন কোন কমিটি, আলাপ-আলোচনা, সালিস, মধ্যস্থতা অথবা অন্য কোন কর্মধারা সম্পর্কে হয় এবং মালিককে তৎসম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করা হয় ।

২ । কোন শ্রমিক বা শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ইউয়নের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি

(ক) কোন শ্রমিককে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য অথবা উক্ত পদে বহাল থাকার জন্য অথবা উহা থেকে বিরত থাকার জন্য ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না ।

(খ) কোন শ্রমিককে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সুযোগ দিয়ে বা সুযোগ সংগ্রহ করে অথবা সংগ্রহ করার প্রস্তাব দিয়ে তাকে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রলুব্ধ করা যাবে না ।

(গ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শণ, কোন স্থানে আটক, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি বা টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করে অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন কওে কোন শ্রমিককে কোন ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলে চাঁদা প্রদান করার জন্য বা না করার জন্য বাধ্য করা যাবেনা বা বাধ্য করার চেষ্টা করা যাবে না ।

(ঘ) ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, হুমকি প্রদর্শণ, কোন স্থানে আটক বা উহা হতে উচ্ছেদ, বেদখল, হামলা, শারীরিক আঘাত, পানি, শক্তি বা টেলিফোন সুবিধা বিচ্ছিন্ন করে অথবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে মালিককে কোন নিস্পত্তি নামায় দস্তখত করতে অথবা কোন দাবী গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না বা বাধ্য করার চেষ্টা করা যাবে না ।

(ঙ) কোন বেআইনী ধর্মঘট অথবা ঢিমে তালে কাজ শুরু করা যাবে না বা চালু রাখা যাবে না অথবা উহাতে অংশগ্রহণের জন্য কাউকে প্ররোচিত করা যাবে না ।

(চ) কোন ট্রেড ইউনিয়নের কোন দাবী অথবা উহার কোন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন ঘেরাও, পরিবহন অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা কোন সম্পত্তি ধ্বংস সাধন করা যাবে না ।

(৩) কোন ট্রেড ইউনিয়ন উহার কর্মকর্তা বা উহার পক্ষে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে অবৈধ প্রভাব, ভীতি প্রদর্শন, মিথ্যা পরিচয় অথবা ঘুষ দ্বারা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করলে , তা উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ হবে ।

যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২০২ (১) মোতাবেক প্রতিষ্ঠানে একটি ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে ।

২ । ইউনিয়নসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মনোনয়ন পূর্বক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । অথবা যদি প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকে সেক্ষেত্রে কোন ট্রেড ইউনিয়ন অথবা মালিক এতদউদ্দেশ্যে দরখাস্ত করলে শ্রম পরিচালক দরখাস্ত প্রাপ্তির একশত বিশ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে কোন ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হবে, তা নির্ধারনের জন্য গোপন ভোটের ব্যবস্থা করবে ।

৩ । উপধারা (২) এর অধীনে কোন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর শ্রম পরিচালক লিখিত নোটিশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সকল ট্রেড ইউনিয়নকে নোটিশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে, যা পনের দিনের অধিক হবে না উহার গোপন ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে কি-না ইহা জানাইবার জন্য নির্দেশ দিবেন ।

ধারা ২০২ এর উপধারা (২) অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর মেয়াদ শেষ হওয়ার অনর্ধিক ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইউনিয়নসমূহ নিজেদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মনোয়ন পূর্বক যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্বাচনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে ।

ইউনিয়নসমূহ উপরোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে শ্রম পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা স্ব প্রনোদিত হয়ে অথবা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে সিবিএ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন ধারা ২০২ উপধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের উল্লেখিত সময় সীমার মধ্যে গোপন ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে শ্রম পরিচালককে কিছু জানাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে উক্ত ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে বুঝতে হবে ।

সে ক্ষেত্রে যে ট্রেড উইনিয়ন উপধারা (২) এর অধীন দরখাস্ত করেছে তাকে প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষনা করা হবে । যদি প্রতিষ্টানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক এর সদস্য থাকে ।

শ্রমিকদের তালিকা প্রসঙ্গেঃ ধারা ২০২ এর উপধারা (৬) মোতাবেক শ্রম পরিচালক কর্তৃক অনুরোদ্ধ হলে মালিক প্রতিষ্ঠানে, বদলী ও সাময়িক শ্রমিক ব্যতীত অন্যূন তিন মাস যাবৎ নিযুক্ত আছেন এমন সকল শ্রমিকের একটি তালিকা তার নিকট প্রেরণ করবেন এবং উক্ত তালিকায় নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে, যথাঃ-

১ । প্রত্যেক শ্রমিকের নাম ২ । তার পিতা ও মাতার নাম ও বয়স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রীর নাম ও দিতে হবে), ৩ । তার শাখা ও বিভাগের নাম ৪ । তার কর্মস্থলের নাম ৫ । তার টিকেট নম্বর ও নিয়োগের তারিখ ।

শ্রম পরিচালক কর্তৃক অনুরোদ্ধ হলে মালিক উপধারা (৬) উল্লেখিত তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত কপি সরবরাহ করবেন এবং উক্তরুপ সরবরাহকৃত তালিকার সত্যতা যাচাইকরার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন ।

মালিকের নিকট হতে শ্রমিকগণের তালিকা প্রাপ্তির পর শ্রম পরিচালক এর একটি করে কপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের নিকট প্রেরণ করবেন এবং একটি কপি তার অফিসের কোন প্রকাশ্যে স্থানে লটকিয়ে দিবেন । আরেকটি কপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকাশ্যে স্থানে লটকিয়ে দিবেন এবং এর সাথে একটি নোটিশ দ্বারা এতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত তালিকা সম্পর্কে কারও কোন আপত্তি থাকলে তা তার নিকট পেশ করার জন্য আহবান করবেন ।

ধারা ২০২ (৮) অধীন শ্রমিকগণের তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পেশ করতে হবে ।

ধারা ২০২ উপধারা (৯) মোতাবেক শ্রম পরিচালক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পেলে তিনি তা প্রয়োজনীয় তদন্তান্তে নিস্পন্ন করবেন ।

শ্রম পরিচালক ধরা ২০২ উপধারা (১০) এর অধীন কোন সংশোধন অথবা পরিবর্তনের পর অথবা যে ক্ষেত্রে শ্রম পরিচালক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি পাননি সেক্ষেত্রে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের একটি চূড়ান্ত মালিক এবং তা যথাযথভাবে প্রত্যয়ন করে এর কপি সংশ্লিষ্ট মালিক এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ট্রেড ইউনিয়রে নিকট ভোট গ্রহনের জন্য নির্ধারিত তারিখের অন্তত সাতদিন আগে প্রেরণ করবেন ।

ভোটার তালিকা, নির্বাচন পরিচালনার সুযোগ সুবিধা ও ভোট প্রার্থনার বাধ্যবাধকতাঃ ধারা ২০২ উপধারা (১১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত এবং প্রত্যায়িত শ্রমিকগণের তালিকা ভোটার তালিকা বলে গণ্য হবে এবং উক্ত তালিকায় যে শ্রমিকগণের নাম থাকবে, তিনি যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন । মালিক শ্রম পরিচালক কর্তৃক অনুরোদ্ধ হলে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন । কিন্তু তিনি নির্বাচনের ব্যাপারে কোনরুপ হস্তক্ষেপ করবেন না বা কোন ভাবে তার প্রভাব খাটাবেন না ।

গোপন ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রম পরিচালকের করণীয়ঃ

(ক) ভোট গহণের তারিখ ঠিক করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বি ট্রেড ইউনিয়নকে এবং মালিককে অবহিত করবেন ।

(খ) ভোট গ্রহণের জন্য নিদ্দিষ্ট তারিখে প্রত্যেকভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট বাক্স স্থাপন করবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে, যদি থাকেন, সীল করে দিবেন ।

(গ) ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ পরিচালনা করবেন এবং উক্ত কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণের উপস্থিত থাকার সুযোগ দিবেন ।

(ঘ) ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর উক্ত প্রতিনিধিগণ যদি উপস্থিত থাকেন, তাহলে তাদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খুলবেন এবং এতে প্রাপ্ত ভোট গণনা করবেন ।

(ঙ) ভোট গণনা শেষে যে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হবে, তাকে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষনা করবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ট্রেড ইউনিয়নকে উক্তরুপ যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ঘোষনা করা যাবে না, যদি না তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের মোট সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ হয় ।

ব্যালট পেপার : ১ । প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়নের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং শ্রম পরিচালক কর্তৃক স্ব স্ব প্রতীক ছাপানো একটি ব্যালট থাকবে ।

২ । একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন একই প্রতীক চাইলে শ্রম পরিচালক বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে ।

ভোট প্রদানকারী শ্রমিকের সনাক্তিপত্র বা পরিচয় পত্র : ধারা ২০২ (১২) অনুযায়ী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে ভোট প্রদানকালে মালিক কর্তৃক ইস্যূকৃত ছবিসহ পরিচয় পত্র অবশ্যই প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রদান করতে হবে । যা ভোট গণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট মালিকের প্রতিনিধির নিকট প্রদান করবেন এবং উক্ত প্রতিনিধি তা সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ফেরত প্রদান করবেন ।

ফলাফল ঘোষনা : ১ । ধারা ২০২ উপধারা ১৫ (ঘ) অনুযায়ী ভোট গণনা শেষে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রিজাইডিং অফিসার নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং এতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর গ্রহণ নিশ্চিত করবেন ।

২ । প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষরকৃত ফলাফল পত্রের একটি করে কপি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ইউনিয়নের উপস্থিত প্রতিনিধি এবং মালিকের স্থানীয় প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন ।

৩ । প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ফলাফল পাওয়ার পর যে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হবে তাকে শ্রম পরিচালক ধারা ২০২ (১৫) (ঙ) অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি ঘোষনা করবেন ।

যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির মেয়াদকাল: ধারা ২০২, উপধারা (১৫) (ঙ) এর অধীন কোন ট্রেড ইউনিয়নকে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষনা করা হয়, উক্ত ঘোষনার তারিখ হতে দুই বছেরের জন্য তারা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি থাকবে । এ সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কোন নতুন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য কোন দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না ।

যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) অফিস বরাদ্দ: ১ । মালিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং শ্রমিকদের বাইরে যাতায়াতের সুবিধা হয় এমন স্থানে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবকাঠামো অনুযায়ী যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর জন্য একটি অফিস কক্ষ বরাদ্দ করবেন ।

২ । উল্লেখিত অফিস কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, বিদ্যুৎ সংযোগ, বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান, আলোর ব্যবস্থা এবং নোটিশ বোর্ড মালিক কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে ।

৩ । সিবিএ অফিস কক্ষে স্থাপন বা বরাদ্দ বা আসন সংখ্যা বা আসবাবপত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বিরোধ উত্থাপিত হলে শ্রম পরিচালক উভয় পক্ষের সাথে আলোচনক্রমে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

বিশেষজ্ঞ নিয়োগঃ যৌথ দরকষাকষি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিক অথবা যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি প্রয়োজন মনে করলে বিশেষজ্ঞর সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন। তবে বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে যে কোন পক্ষ শ্রম পরিচালককে সালিশের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন।

কমিটির সদস্যদের কাজঃ কর্মরত শ্রমিকদের মজুরী, ছুটি, ন্যায্য কোন দাবী দাওয়া এবং বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা নিয়ে মালিক পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করে যে কোন সমস্যা নিস্পত্তি করাই এ কমিটির কাজ।

সভার সিদ্ধান্ত সাধারণ শ্রমিকদের অবগত করা : যৌথ দর কষাকষি কমিটির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাধারন শ্রমিকদের অবগত করতে হবে। **(SL-F1.4.4)**

যৌথ দরকষাকষির কমিটির সভা : যদি কারখানায় কর্মরত ট্রেড ইউনিয়ন এর শ্রমিক সদস্যগণ কারখানায় সভার আয়োজন করতে ইচ্ছুক হন তাহলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি প্রতি ৩ মাসে একবার সভা বা অনূষ্ঠান করতে পারবে। **(SL-F1.4.4)**

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমিটির সদস্যদের স্বীকৃতি প্রদানেঃ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যৌথ দরকষাকষি কমিটির সদস্যদের স্বীকৃতি প্রদান করবেন। **(SL-F1.4.4)**

ট্রেড ইউনিয়ন বা যৌথ দরকষাকষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গেঃ ১। ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে মালিকের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

২। ট্রেড ইউনিয়ন বা সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবগত করা।

৩। ট্রেড ইউনিয়ন কেন গঠন করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা।

৪। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ সম্পর্কে ধারনা।

৫। সি বি এ নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত।

৬। কারখানার যে কোন সমস্যা মালিক পক্ষ ও সিবিএ সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান।

৭। কারখানায় সৃষ্ট সমস্যা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ।

প্রশিক্ষণ প্রদান প্রসঙ্গে : কারখানায় কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও ব্যবস্থাপকদের নিয়োগের সময় এবং পরবর্তীতে বছরে একবার পূণঃ প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে সমিতি গঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দর কষাকষি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৩.২যোগাযোগ রুটিন (Communication Routine) ঃ
কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত কার্যক্রমের কোন ঘটনা ঘটলে নীতিমালা বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ ও এইচ আর এ্যান্ড বমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীন টিম সভার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ টিমের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করবে।।

কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে এজিএম ও ম্যানেজার (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) মালিক/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে, সভা ও ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করবেন।

কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লাইন্স বিভাগের সহকারী ম্যানেজার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ , এক্সিকিউটিভ ও ওয়েলফেয়ার অফিসারগণ ।প্রযোজনে এজিএম ও ম্যানেজার (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্স

সিস্টেম এর মাধ্যমে ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। প্রয়োজনে মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং পুনরায় আরও জোরদার করা হবে।

কর্মকালীন সময়ে বিভিন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেমস মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে অবহিত করা হয় এ বিষয়ে এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ এবং ওয়েলফেয়ার অফিসার সম্মিলিতভাবে কাজ করে থাকেন।

নিয়োগ প্রপ্তির পরে (ছুটির দিন ব্যতীত) এক দিন ইনডাকশন ট্রেনিং এর মাধ্যমে নতুন শ্রমিকদের শ্রমআইন, কোম্পানীর প্রচলিত নিয়ম কানুন, শ্রমিকদের অবহিত করা হয়।

৩.৩ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল রুটিন (Feedback & control Routine) ঃ

ইন্টারনাল অডিট টিমের মাধ্যমে অডিট পরিচালনা করতে হবে-
০১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে।
০২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ।
০৩. নথিপত্র যাচাইযের মাধ্যমে ।
০৪. চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে
অডিট পরিচালনার ক্ষেত্রে যা ব্যবহার করা হয়-
০১. চেক লিস্ট
০২. সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালার পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালিত হলে ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা সর্ম্পকে অবহিতকরণ ও সচেতনাতমূলক সভা করতে হবে। নীতিমালার পরিপন্থি কার্যক্রমের মূল কারণ উৎঘাটন করতে হবে। এ জাতীয় ঘটনা কি কারণে ঘটছে তা নির্নয় করতে হবে। নীতিমালার পরিপন্থি কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয় সেজন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কারখানার অভ্যন্তরে নীতিমালার পরিপন্থি কার্যক্রম এর কারণগুলি উৎঘাটন করা এই নীতিমালার পরিপন্থি কার্যক্রম বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিধারণ করা। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা ।

এই নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং কারখানাতে এই নীতিমালা সুনিশ্চিত করতে কোন পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রয়োজন হয় তাহলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাতে পরিবর্তন আনতে পারবেন।

০৪. ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন (Implementation & Communication) ৩.১ ও ৩.২ অনুচ্ছেদ আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে ইউনুসকো টি এন্ড এ (বিডি) লিমিটেড, (ইউনিট-২) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন নিশ্চিত করে থাকে।

০৫. ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (Feedback & Control) ৩.৩ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষযে মাধ্যমে ইউনুসকো টি এন্ড এ (বিডি) লিঃ, ইউনিট-২, এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল নিশ্চিত করে থাকে।